46

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনগুলো নীতিমালা মানছে না

আচরণবিধি প্রণয়নের ৪০ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি হত্যাকান্ড

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর জন্য প্রণীত আচরণবিধি মানা হচ্ছে না। আচরণবিধি প্রণয়নের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় এখন তা কার্যতঃ অকার্যকর মনে হচ্ছে। আচরণবিধি না মানার অভিযোগ উঠেছে ছাত্র সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে। একই অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ডিসি'র সাথে ছাত্রনেতাদের এক বৈঠকে ছাত্র সংগঠনসমূহের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনা এবং আচরণবিধির নীতি-নির্দেশক হিসেবে প্রণীত হয়েছিল ৯ দফা নীতিমালা। ছাত্র সংগঠনমূহের নেতারা অঙ্গীকার করেছিলেন, এই নীতিমালা তারা মেনে চলবেন। ভাইস চ্যান্সেলর আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহায়তা করবে। কিন্তু এ অঙ্গীকার আর আশ্বাস পালিত হয়নি। আচরণবিধি প্রণয়নের ৪০ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণহানি ঘটেছে দু'টি। প্রধান দুই ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘটিত হয়েছে দু'টি হত্যাকান্ড। ২৩ সেপ্টেম্বর ফজলুল হক হলে ছাত্র দলের আন্তঃকোন্দলে নিহত হয়েছে সারওয়ার আহমেদ মিঠু। ২৭ অক্টোবর জগন্নাথ হলে ছাত্র লীগের আন্তঃকোন্দলে খুন হয়েছে গাজী জাকির হোসেন। কথা ছিল, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে ছাত্র সংগঠনসমূহ অসহযোগিতা করবে না। কিন্তু ছাত্র লীগ নেতা জাকির হত্যার পর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে লিটুকে গ্রেফতার করা হলে ছাত্র লীগই মিছিল-সমাবেশ করে তার মুক্তি দাবী করেছে।

৯ দফা নীতিমালার মধ্যে ছিল প্রতিমাসে ডিসি'র সাথে ছাত্রনেতাদের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক হলে হল প্রভোস্টগণ প্রতিমাসে দু'বার বিভিন্ন সংগঠন ও হল সংসদের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর সেপ্টেম্বরের বাকী সময়, অক্টোবর মাস ও নভেম্বরের এ পর্যন্ত ডিসি'র সাথে ছাত্রনেতাদের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণেরও খবর পাওয়া যায়নি। হল প্রভোস্টগণও কোন হলে এ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বা ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের সাথে একটিবারও বৈঠকে বসেননি। আগে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন হত্যাকান্ডের পরই ডিসি'র সাথে ছাত্রনেতাদের বৈঠকের একটা রেওয়াজ ছিল। আচরণবিধি প্রণয়নের পর এ বৈঠক অনুষ্ঠান নিয়মিত হবার কথা থাকলেও গত দুই মাসে দু'টি হত্যাকান্ডের পর এখন পর্যন্ত একটি বৈঠকও হয়নি।

আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, কোন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসীকে ও বিশ্ববিদলয়ের নিয়ম-শৃংখলা পরিপন্থী কাজের সাথে জড়িত কাউকে প্রশ্রয় দেবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। বাস্তবে দেখা গেছে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এখনো সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, গুলী বর্ষিত হচ্ছে, হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে।

আচরণবিধির দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, কোন ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় কেউ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটালে তার দায়-দায়িত্ব ঐ সংগঠনকে নিতে হবে এবং ঐ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ইতোমধ্যে ছাত্র দল ও ছাত্র লীগের অভ্যন্তরে মারাত্মক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। এজন্য ব্যবস্থা নেয়া দূরে থাক, ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ছাত্রনেতাদের বৈঠকও ডাকা হয়নি।